এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো মহৎ কৌতূহলং হিনঃ। যাচ্ঞেশ্বরস্য পূর্ণস্য বন্ধনঞ্চাপ্যনাগসঃ ॥ ১ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
পরাজিতশ্রীরসুভিশ্চ হাপিতো হীন্দ্রেণ রাজন্ ভৃগুভিঃ সজীবিতঃ।
সর্ব্বাত্মনাতানভজদ্ভৃগূন্ বলিঃ শিষ্যো মহাত্মার্থ নিবেদনেন ॥ ২ ॥
তং ব্রাহ্মণা ভৃগবঃ প্রীয়মাণা অযাজয়ন্ বিশ্বজিতা ত্রিনাকং।
জিগীষমাণং বিধিনাভিষিচ্য মহাভিষেকেণ মহানুভাবাঃ ॥ ৩ ॥
ততোরথঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো হয়াশ্চ হর্য্যশ্ব তুরঙ্গবর্ণাঃ।
ধ্বজশ্চ সিংহেন বিরাজমানো হুতাশনাদাশ হবির্ভিরিষ্টাৎ ॥ ৪ ॥
ধনুশ্চ দিব্যং পুরটোপনদ্ধং তূণাবরিক্তৌ কবচঞ্চ দিব্যং

শ্রীধরস্বামী।

তত্র তাবদ্বলে ত্রিলোকীং অপহর্ত্তুং যাচ্ঞাচ্ছলং কৃতবান্ ইতি বক্তুং ব্রাহ্মণারাধনবলেন বলেরকাণ্ড এব স্বর্গবিজয়ক্রমমাহ পরাজিত শ্রীরিত্যাদিনা যাবদধ্যায় সমাপ্তি। যুদ্ধে পরাজিতা শ্রীর্যেন ইন্দ্রেণ অসুভিশ্চ ত্যাজিতঃ সন্ ভৃগূন্ ভৃগোর্বংশ্যান্ শুক্রাদীন্ মহাত্মা উদার চিত্তঃ অর্থানাং নিবেদনেনার্পণেন ॥ ২ ॥
ত্রিনাকং স্বর্গং জেতুমিচ্ছন্তং বিশ্বজিতা যাগেন অযাজয়ন্ মহাভিষেকেণ ঐন্দ্রেণ বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধেন ॥ ৩ ॥
হর্য্যশ্বস্য ইন্দ্রস্য যে তুরঙ্গাস্তেষামিব বর্ণো হরিতোযেষাং ॥ ৪ ॥
পুরটং সুবর্ণং। তূনৌ ইষুধী অতিরিক্তৌ অক্ষয়শরৌ। পিতামহঃ প্রহ্লাদঃ। জলজং শঙ্খং ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

বিশ্বজিতা যজ্ঞেন ॥ ৩ ॥
হর্য্যশ্বস্যেন্দ্রস্য তুরঙ্গাণামিব বর্ণা হরিতো যেষাং তে ॥ ৪ ॥
পিতামহঃ প্রহ্লাদঃ জলজং শঙ্খং ॥ ৫ ॥

হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি কেন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন? আর যাচিত অর্থ লাভ করিয়াও কি কারণ বলিকে বন্ধন করেন? হে যোগিন্! ইহার বিবরণ অবগত হইতে বাঞ্ছা করি। এ বিষয় জানিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিতেছে, যে হেতু পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের যাচ্ঞা এবং অনপরাধ বলির বন্ধন অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! যুদ্ধে বলির পরাজয় এবং ইন্দ্র হইতে প্রাণনাশ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে ঐ অসুররাজ পুনরায় জীবিত হন্। অতএব উদার চরিত্র মহাত্মা ঐ দানব (বলি) তদনন্তর শিষ্য হইয়া সমস্ত অর্থ সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে শুক্রাদির উপাসনা করিতেন ॥ ২ ॥

বলির শুশ্রূষায় অচিরেই ভৃগুবংশীয়দিগের প্রীতি জন্মিল। সেই সকল মহানুভব ব্রাহ্মণ বলির স্বর্গজয়ে অভিলাষ দেখিয়া বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ মহাভিষেক দ্বারা যথাবিধি বলিকে অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ দ্বারা যাগ করাইতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

উপযুক্ত হবির্যোগে সেই যজ্ঞের হুতাশন হুত হইলে অনতিবিলম্বে তাহা হইতে কাঞ্চনপট্টবদ্ধ এক খানি রথ, ইন্দ্রের তুরঙ্গম সদৃশ হরিদ্বর্ণ কতিপয় অশ্ব এবং সিংহ প্রতিমূর্ত্তিতে বিরাজমান একটী ধ্বজা ॥ ৪ ॥

তথা স্বর্ণোপনদ্ধ দিব্য ধনুঃ, অক্ষয়বাণে পরিপূর্ণ দুইটী তূণ (বাণাধার) এবং দিব্য কবচ উত্থিত

পিতামহস্তস্য দদৌচ মালামম্লানপুষ্পাং জলজঞ্চ শুক্রঃ ॥ ৫ ॥
এবং স বিপ্রার্জিতযোধনার্থস্তৈঃ কল্পিতস্বস্ত্যয়নোঽথ বিপ্রান্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃত প্রণামঃ প্রহ্লাদমামন্ত্র্য নমশ্চকার ॥ ৬ ॥
অথারুহ্য রথং দিব্যং ভৃগুদত্তং মহারথঃ। সুস্রগ্ধরোঽথ সংনহ্য ধন্বী খড়্গীধৃতেষুধিঃ ॥ ৭ ॥
হেমাঙ্গদলসদ্বাহুঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ। ররাজ রথমারূঢ়ো ধিষ্ণ্যস্থ ইব হব্যবাট্ ॥ ৮ ॥
তুল্যৈশ্বর্য্য বল শ্রীভিঃ স্বযূথৈ র্দৈত্যযূথপৈঃ। পিবদ্ভিরিব খং দৃগ্ভির্দহদ্ভিঃ পরিধীনিব ॥ ৯ ॥
বৃতো বিকর্ষন্মহতীমাসুরীং ধ্বজিনীং বিভুঃ। যযাবিন্দ্রপুরীং স্বৃদ্ধাং কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ১০ ॥
রম্যামুপবনোদ্যানৈঃ শ্রীমদ্ভির্নন্দনাদিভিঃ। কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ।

শ্রীধরস্বামী।

বিপ্রৈ র্বর্জিতঃ সংপাদিতঃ যোধনার্থো যুদ্ধপরিকরোযস্য। তৈরেব কল্পিতং কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গল বাচনাদি যস্য। আমন্ত্র্য পৃষ্ট্বা ॥ ৬ ॥
আরুহ্য ররাজেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। সুস্রগ্ধরঃ শোভন মালাধরঃ ॥ ৭ ॥
হেমাঙ্গদাভ্যাং লসন্তৌ বাহূ যস্য। ধিষ্ণ্যস্থঃ ভবনে প্রজ্বলিতঃ কুণ্ডস্থ আহবনীয় ইতি বা ॥ ৮ ॥
তুল্যমৈশ্বর্য্যং বলং শ্রীশ্চ যেষাং তৈর্দৈত্যযূথপৈর্বৃতো যযাবিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। পরিধীন্ দিশঃ ॥ ৯ ॥
স্বৃদ্ধাং অতি সমৃদ্ধাং ॥ ১০ ॥
তথাবিধাং পুরীং অকস্মাদেব পরিত্যজ্য ইন্দ্রাদয়ঃ পলায়িতা ইতি বৈরাগ্যার্থ মিন্দ্রপুরীমস্য বর্ণয়তি রম্যামিতি সার্দ্ধৈরেকা-

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

বিপ্রৈরর্জিতাঃ সংপাদিতা যোধনার্থা যুদ্ধার্থকবস্তূনি যস্য সঃ। আমন্ত্র্য পৃষ্ট্বা ॥ ৬। ৭। ৮ ॥
দৈত্য যূথপৈর্বৃতঃ সন্নিন্দ্রপুরীং যযাবিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। পরিধীন্ দিশঃ ॥ ৯। ১০ ॥
প্রবালাদীনামুৎকর্ভারো যাসু তাঃ শাখা যেষাং তে অমরদ্রুমা যেষু তৈঃ ॥ ১১ ॥

হইল। বলি যজ্ঞাগ্নি হইতে ঐ সকল সামগ্রী লাভ করিলে তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁহাকে অম্লান পুষ্পমাল্য এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! ভৃগুবংশীয় বিপ্রগণ এই প্রকারে বলির যুদ্ধ সামগ্রী সম্পাদন করিয়া দিয়া তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন, বলি ঐ বিপ্রগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া পরে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক পিতামহ প্রহ্লাদকে প্রণাম করিলেন ॥ ৬ ॥

তদনন্তর ভৃগুদত্ত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া শোভন মাল্য ধারণ ও কবচ বন্ধন করিলেন, তাহার পর ধনুঃ ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ বান্ধিয়া লইলেন ॥ ৭ ॥

হে রাজন্! স্বর্ণাঙ্গদ দ্বারা বলির দুই বাহু উদ্দীপ্ত এবং কর্ণদ্বয়ে মকরাকৃতি কুণ্ডল উদ্দ্যোতিত হইতেছিল অতএব বলি রথারূঢ় হইয়া কুণ্ডলাস্ত্র হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

তদনন্তর স্ব স্ব যূথসহ দৈত্য যূথপতিগণ, যাহাদের বল ও ঐশ্বর্য্য বলির তুল্য ছিল এবং যাহারা দৃষ্টি দ্বারা যেন গগণ মণ্ডল পান ও দিক্ সকল দগ্ধ করিতেছিল ॥ ৯ ॥

তাহারা গিয়া বলির সহিত মিলিত হইল। বলি তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহতী আসুরী সেনা আকর্ষণ পূর্ব্বক সমৃদ্ধ ইন্দ্রপুরীর প্রতি যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমন কালে স্বর্গ ও পৃথিবী যেন কম্পমান হইল ॥ ১০ ॥

হে রাজন্! ইন্দ্রপুরীর সমৃদ্ধির কথা কি বলিব, ঐ পুরী শোভাশালি নন্দনাদি উপবন ও উদ্যান

প্রবাল ফল পুষ্পোরুভার শাখামরদ্রুমৈঃ ॥ ১১ ॥
হংস সারস চক্রাহ্ব কারণ্ডব কুলাকুলাঃ। নলিন্যো যত্র ক্রীড়ন্তি প্রমদাঃ সুরসেবিতাঃ ॥ ১২ ॥
আকাশ গঙ্গয়া দেব্যা বৃতাং পরিখভূতয়া। প্রাকারেণাগ্নিবর্ণেন সাট্টালেনোন্নতেনচ ॥ ১৩ ॥
রুক্মপট্ট কবাটৈশ্চ দ্বারৈঃ স্ফাটিকগোপুরৈঃ। জুষ্টাং বিভক্ত প্রপথাং বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিতাং ॥১৪॥
সভা চত্বর রথ্যাঢ্যাং বিমানৈর্ন্যর্ব্বু দৈর্যুতাং। শৃঙ্গাটকৈর্মণিময়ৈর্বজ্রবিদ্রুম বেদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দশভিঃ। উপবনানি ফল প্রধানানি নিকটানি বা উদ্যানানি পুষ্পপ্রধানানি দূরস্থানি বা তৈরম্যাং। কূজন্তি বিহঙ্গমিথুনানি যেষু। গায়ন্তো মত্তা মধুব্রতা যেষু। প্রবালাদীনামুরুভারো যাসু তাঃ শাখা যেষাং তে অমরদ্রুমা যেষু তৈঃ ॥ ১১ ॥

যত্র যাসু সুরসেবিতাঃ প্রমদাঃ ক্রীড়ন্তি তাঃ হংসাদিকুলৈ রাকুলা ব্যাপ্তা নলিন্যঃ সরাংসি যত্র যেষু সন্তি তৈরুপবনোদ্যানৈ রম্যামিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ পরিখা ভূতয়া আকাশগঙ্গয়া বৃতাং প্রাকারেণ চাবৃতাং। অট্টালাঃ প্রাকারোপরি রচিতানি উন্নতানি যুদ্ধস্থানানি তৎ সহিতেন ॥ ১৩ ॥

রুক্ম পট্টানি কবাটানি যেষু তৈর্দ্বারৈরবাস্তরৈঃ স্ফটিকময়ৈঃ গোপুরৈশ্চ পুরদ্বারৈর্জুষ্টাং বিভক্তাঃ প্রপথা রাজমার্গা যস্যাং ॥ ১৪

সভাঃ উপবেশ স্থানানি চত্বরাণি অঙ্গনানি রথ্যা উপমার্গা স্তৈরাঢ্যাং সম্পন্নাং। ন্যর্ব্বুদং দশকোটয় স্তৈর্গণনীয়ৈ রনন্তৈর্ব্বিমানৈর্যুতাং। বজ্রবিদ্রুমময্যো বেদয়ো যেষু তৈঃ শৃঙ্গাটকৈশ্চতুষ্পথৈর্যুতাং ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

যত্র নন্দনাদি বনেষু নলিন্যঃ সরস্তঃ সন্তি। যাসু নলিনীষু প্রমদাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥
পুরীং বিশিনষ্টি। আকাশেত্যাদি। পরিখ ভূতয়া পরিখা রূপয়া ॥ ১৩ ॥
গোপুরং পুরদ্বারং। বিভক্তাঃ প্রপথা রাজমার্গা যস্যাং তাং ॥ ১৪ ॥
সভা উপবেশ স্থানানি চত্বরাণ্যঙ্গনানি। রথ্যা উপমার্গাঃ। শৃঙ্গাটকৈশ্চতুষ্পথৈঃ ॥ ১৫ ॥

সমূহে অতিশয় রমণীয়, সেই সকল উপবন ও উদ্যানে বিহঙ্গমিথুন কলরব এবং মত্ত ভ্রমর সকল সুস্বরে গান করিতেছিল, তথায় যে সমস্ত অমর দ্রুম ছিল তাহাদের শাখা সকল প্রবাল ও ফল পুষ্পের গুরুভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১১ ॥

অপর তত্রস্থ সরোবর সকলে সুরসেবিত প্রমদাগণ পরম কৌতুকে ক্রীড়া করিতেছিল, সেই সকল সরোবরে যে সমস্ত পদ্মিনী রহিয়াছিল, হংস, সারস, চক্রবাক্ এবং কারণ্ডবপ্রভৃতি জলচর পক্ষি সমূহে সে সকল আকুল হইতেছিল ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! ইন্দ্রপুরী চারিদিকে পরিখা স্বরূপা আকাশ গঙ্গায় বেষ্টিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অত্যুচ্চ প্রাচীর, সেই প্রাচীরের উপরে যুদ্ধ স্থান সকল বিরচিত ॥ ১৩ ॥

ঐ পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, সেখানকার দ্বারের কবাট সকল রুক্মপট্ট, তত্রস্থ গোপুর ( ফটক ) সকল স্ফটিকময়, তথাকার রাজমার্গ সুন্দর রূপে বিভক্ত ॥ ১৪ ॥

অপর সেই পুরী উপবেশন স্থান অঙ্গন এবং উপমার্গ সকলে সম্পন্ন ছিল, তথায় কোটি ২ বিমান সর্ব্বদা বিরাজমান্। আর তত্রস্থ চতুষ্পথ সকলে, বজ্র বিদ্রুমাদি মণিময় বেদিকা সুশোভিত ॥ ১৫ ॥

যত্র নিত্যবয়োরূপাঃ শ্যামা বিরজবাসসঃ। ভ্রাজন্তে রূপবন্নার্য্য অর্চ্চির্ভিরিব বহ্নয়ঃ ॥ ১৬ ॥
সুরস্ত্রীকেশ বিভ্রষ্ট নবসৌগন্ধিক স্রজাং। যত্রামোদমুপাদায় মার্গ আবাতি মারুতঃ ॥ ১৭ ॥
হেমজালাক্ষ নির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা। পাণ্ডরেণ পরিচ্ছন্ন মার্গে যান্তি সুরপ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥
মুক্তা বিতানৈর্মণিহেমকেতুভির্নানা পতাকা বলভীভিরাবৃতাং।
শিখণ্ডিপারাবত ভৃঙ্গনাদিতাং বৈমানিকস্ত্রীকলগীতমঙ্গলাং ॥ ১৯ ॥
মৃদঙ্গ শঙ্খানক দুন্দুভিস্বনৈঃ সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ।
নৃত্যৈঃ সবাদ্যৈরুপদেবগীতকৈর্মনোরমাং স্বপ্রভয়াজিতপ্রভাং ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নিত্যং বয়স্তারুণ্যং রূপঞ্চ সৌকুমার্য্যং যাসাং তাঃ রূপবন্নার্য্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ যত্র যস্যাং ভ্রাজন্তে ॥ ১৬ ॥
সুরস্ত্রীণাং কেশেভ্যো বিভ্রষ্টানাং নবসৌগন্ধিক স্রজাং আমোদং ॥ ১৭ ॥
হেমগবাক্ষেভ্যো নির্গচ্ছতা ধূমেন। সুরপ্রিয়াঃ অপ্সরসঃ ॥ ১৮ ॥
মুক্তাময়ৈ র্বিতানৈ র্মণিহেমময়ৈঃ কেতুভিশ্চ ধ্বজৈঃ নানা পতাকা যুক্তাভির্ব্বলভীভিশ্চ বিমানানাং পুরোভাগৈরাবৃতাং ব্যাপ্তাং। বৈমানিক স্ত্রীণাং কলগীতৈ র্মঙ্গলাং ॥ ১৯ ॥
উপদেবানাং গন্ধর্ব্বাণাং গীতকৈশ্চ মনোরমাং। জিতা প্রভা সাক্ষাদ্দীপ্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা যয়া তাং অন্যৈরজিতপ্রভামিতি বা জিতগ্রহামিতি পাঠে জিতগ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ো যয়া ॥ ২০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে সুশীতলাঃ। স্তনৌ সুকঠিনৌ যাসাং তাঃ শ্যামাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৬। ১৭ ॥
হেমময়েভ্যো জালাক্ষেভ্যো গবাক্ষেভ্যঃ। সুরপ্রিয়াঃ অপ্সরসঃ ॥ ১৮ ॥
মুক্তাময়ৈ র্বিতানৈশ্চন্দ্রাতপৈ র্মণি হেমময়ৈঃ কেতুভির্ধ্বজৈঃ পতাকাযুক্তাভির্ব্বলভীভিরট্টোপরিবর্ত্তি গৃহৈঃ ॥ ১৯ ॥
জিতপ্রভা সাক্ষাত্তদীপ্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাপি যয়া তাং। জিতগ্রহামিতি পাঠে জিত সূর্য্যাদিকাং ॥ ২০ ॥

হে রাজন্! ইন্দ্র পুরীতে রূপবতী নারী সকল যাহাদের যৌবন ও সৌকুমার্য্য অনশ্বর, যাহারা শ্যামা, যাহাদের বসন নির্ম্মল, তাহারা, যেমন শিখা দ্বারা বহ্নি দীপ্তি পায় তাহার ন্যায়, বিরাজ করিতেছিল ॥ ১৬ ॥

সেখানে সুরস্ত্রী সকলের কেশ ভ্রষ্ট সুগন্ধি মাল্যের সৌরভ গ্রহণ করিয়া বায়ু প্রত্যেক্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ১৭ ॥

তথায় হেমময় গবাক্ষ হইতে যে অগুরুগন্ধি পাণ্ডুবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছিল, তাহাতে অত্রস্থ পথ সকল অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং সেই সকল বর্ত্মে অপ্সরাগণ ভ্রমণ করিতেছিল ॥ ১৮ ॥

অপর ঐ পুরী মুক্তাময় বিতান ( চন্দ্রাতপ ) মণিময় হেমধ্বজা ও নানাবিধ পতাকালঙ্কৃত বড়ভীতে ( বিমানের অগ্রভাগে ) ব্যাপ্ত। আর ময়ূর পারাবত ভৃঙ্গ ইত্যাদির শব্দে নিনাদিত এবং বৈমানিক স্ত্রীদিগের মধুর গীতে মঙ্গল স্বরূপ হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

অধিকন্তু ঐ পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, দুন্দুভি ইত্যাদির ধ্বনি এবং তাল সমেত বীণা, মুরজ ও বংশীর নিনাদ তথা গন্ধর্ব্বদিগের নৃত্য গীত বাদ্য এই সকলে অতিশয় মনোরমা ছিল, আর তাহার এতাদৃশী প্রভা প্রকাশ পাইতেছিল যেন সাক্ষাৎ দীপ্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরাজয় করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

যাং ন ব্রজন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ খলা ভূতদ্রুহঃ শঠাঃ। মানিনঃ কামিনো লুব্ধা এভির্হীনা ব্রজন্তি যৎ ॥২১
তাং দেবধানীং সবরূথিনীপতির্বহিঃ সমন্তাদ্রুরুধে পৃতন্যয়া।
আচার্য্যদত্তং জলজং মহাস্বনং দধ্মৌ প্রযুঞ্জন্ ভয়মিন্দ্রযোষিতাং ॥
মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য বলেঃ পরমমুদ্যমং। সর্ব্বদেবগণোপেতো গুরুমেতদুবাচহ ॥ ২২ ॥
ভগবন্নুদ্যমো ভূয়ান্ বলের্নঃ পূর্ব্ববৈরিণঃ। অবিসহ্যমিমং মন্যে কেনাসীত্তেজসোর্জ্জিতঃ ॥ ২৩ ॥
নৈনং কশ্চিৎ কুতো বাপি প্রতিবোঢ়ুমধীশ্বরঃ। পিবন্নিব মুখেনেদং লিহন্নিব দিশোদশ ॥
দহন্নিব দিশোদৃগ্‌ভিঃ সংবর্ত্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
ব্রূহি কারণমেতস্য দুর্দ্ধর্ষত্বস্য মদ্রিপোঃ। ওজঃ সহোবলং তেজো যত এতৎ সমুদ্যমঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যৎ যাং ॥ ২১ ॥
পৃতন্যয়া সেনয়া ॥ ২২ ॥
কেন হেতুনা এবং তেজসা উর্জ্জিতঃ আসীৎ ॥ ২৩ ॥
প্রতিবোঢ়ুমপাকর্ত্তুং ॥ ২৪ ॥
যতঃ কারণাৎ এতস্য ওজ আদি যত ওজ আদেঃ এতস্য সমুদ্যমঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

এভিঃ খলত্বাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
পৃতন্যয়া সেনয়া ॥ ২২ ॥
ইমং উদ্যমং বলিং বা আসীৎ অভূৎ ॥ ২৩ ॥
প্রতিবোঢ়ুং যুদ্ধাদিভিঃ প্রতিকর্ত্তুং। যতঃ পিবন্নিবায়ং বলিঃ ॥ ২৪ ॥
যতঃ কারণাৎ ওজ আদি যতশ্চ ওজ আদেরেতস্য সমুদ্যমঃ ॥ ২৫ ॥

হে রাজন্! যেখানে অধার্ম্মিক, খল, প্রাণহিংসক, শঠ, মানী, কামী, লোভী জন, যাইতে পারে না, ঐ সকল খলত্বাদি দোষ বর্জিত লোকেই গমন করে ॥ ২১ ॥

সেনাপতি বলি সেই দেবপুরী গমন করিয়া সেনা দ্বারা তাহার বহির্ভাগ সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ করিলেন এবং দেবাঙ্গনাদিগের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক শুক্রদত্ত শঙ্খের ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বলির ঐ প্রকার উদ্যম অবগত হইয়া দেবরাজ সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে গুরু সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন ॥ ২২ ॥

ভগবন্! আমাদের পূর্ব্ববৈরী বলির পুনরায় গুরুতর উদ্যম দেখিতেছি, আমার অনুমান হয় তাহার এই উদ্যম আমরা সহ্য করিতে পারিব না। গুরো! কি কারণ ঐ দানবেন্দ্র তেজে এ রূপ উর্জ্জিত হইল? ॥ ২৩ ॥

আমার বোধ হয় কোন ব্যক্তি কোন উপায়ে তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ঐ ব্যক্তি যেন মুখ দ্বারা জগৎ পান এবং জিহ্বা দ্বারা দশ দিক্ অবলেহন ও চক্ষু দ্বারা দিগ্দাহ করিতেছে। অসংশয় বোধ হয় ঐ দানব প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

গুরো আমাদের ঐ শত্রুর এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইবার কারণ কি, বলুন। উহার এ প্রকার সামর্থ্য সাহস বল ও তেজঃ কিসে হইল? সামর্থ্যাদি নিবন্ধনই এ রূপ যুদ্ধোদ্যম হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

শ্রীগুরুরুবাচ ॥

জানামি মঘবন্ শত্রোরুন্নতেরস্য কারণং। শিষ্যায়োপভৃতং তেজো ভৃগুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
ওজস্বিনং বলিং জেতুং নসমর্থোঽস্তি কশ্চন। ভবদ্বিধো ভবান্ বাপি বর্জয়িত্বেশ্বরং হরিং॥
বিজেষ্যতি নকোপ্যেনং ব্রহ্মতেজঃ সমেধিতং। নাস্যশক্তঃ পুরঃ স্থাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ ॥২৬
তস্মান্নিলয়মুৎসৃজ্য যূয়ং সর্ব্বে ত্রিপিষ্টপং। যাত কালং প্রতীক্ষন্তো যতঃ শত্রোর্বিপর্য্যয়ঃ ॥২৭॥
এষ বিপ্রবলোদর্কঃ সংপ্রত্যূর্জিত বিক্রমঃ। তেষামেবাবমানেন সানুবন্ধো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামী।

উপভৃতং সঞ্চিতং ॥ ২৬ ॥

তত্রোচিতং মন্ত্রমাহ তস্মাৎ যূয়ং ত্রিপিষ্টপমুৎসৃজ্য নিলয়মদর্শনং যাত যতঃ কালাৎ ॥ ২৭ ॥

কেনাস্য বিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ ইত্যত আহ এষ ইতি। বিপ্রাণাং বলেন উদর্ক উত্তরোত্তরং অধিকং ফলং যস্য সঃ ॥ ২৮ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭ ॥

তেষামেবাপমানেনেতি। যদ্যপি ভগবৎ পক্ষপাতেন ব্যবহারিক গুরূণাং বচনাতিক্রম রূপোঽবমানো ন দোষাবহঃ। গুরুর্ন স্যাদিত্যাদ্যুক্তেঃ। তথাপ্যেবং কেবল মনেন ব্যবহার দৃষ্ট্যৈবোক্তং। তাদৃশ তৎ পক্ষপাতস্তু তদ্বিধানামযোগ্যং। ব্যবহার সুখাভিধ দুঃখমঞ্জসা পরিত্যাজ্য ভগবদ্ভক্তিময় পরম সুখং দত্ত্বা পরম গুণায়ৈব সংপদ্যতেস্ম তথৈব স্বয়ং তেনৈব বিভাবিতং

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

শিষ্যায় শ্রদ্ধা ভক্ত্যাতিশয়েন স্বসর্ব্বস্বোপহারকায় বলয়ে তেজঃ স্বীয়মেব উপভৃতং প্রত্যুপহারত্বেন দত্তমিত্যর্থঃ। তস্মাদিদং ন বলে স্তেজঃ কিন্তু ব্রহ্মতেজ এবাতঃ সুতরাং ভবদ্ভির্দুর্ব্বারমিতি ভাবঃ। তেন তেভ্যো ভৃগুভ্যো ন ন্যূনা বয়মপি তথৈব শ্রদ্ধা ভক্ত্যাদিনা ত্বয়া প্রসাদিতা যদ্যভবিষ্যাম তদা সংপ্রতি ত্বমপ্যস্মত্তেজসা পরিপূর্ণ ইমং বলিমজেষ্য এবেত্যুপালম্ভোঽনুধ্বনিতঃ ॥

যোদ্ধুমনেনাধুনা নির্গচ্ছামি নবেতি চেদত আহ ভবদ্বিধ ইতি ॥ ২৬ ॥

এতৎ সময়োচিতঃ মন্ত্রং ব্রূহীতি চেদতঃ আহ তস্মাদিতি যতঃ কালাৎ শত্রোর্বিপর্য্যয়ঃ পরাভবোভাবী তং কালং প্রতিক্ষমাণা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

বলেরস্য পরাভবকালঃ স কিং ভাবী কদা বা ভাবীত্যপেক্ষায়াং তমাশ্বাসয়ন্নাহ এষ ইতি বিপ্রবলমেব উদর্ক উত্তর ফলং যস্য সঃ। উদর্কঃ ফলমুত্তরমিত্যমরঃ। তেষামেবেত্যাদি ব্যবহার দৃষ্ট্যৈবোক্তং বস্তু তস্তু বিষ্ণুভক্ত্যনুকূলঃ সবিপ্রাবমান স্তস্য মহাকীর্ত্তি স্বর্গাদিক সুতলভোগ দ্বারপালীকৃত বিষ্ণুত্ব ভাবি মন্বন্তরেন্দ্রত্বাদ্যর্থমভূদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৮। ২৯ ॥

গুরু কহিলেন অহে মহেন্দ্র! তোমার ঐ রিপুর উন্নতির কারণ আমি জানি,ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মবাদি ভৃগুবংশীয়দিগের শিষ্য, তাঁহারা স্নেহ পরবশ হইয়া শিষ্যের তেজঃ সঞ্চয় করিয়া দিয়াছেন। অতএব ঈশ্বর হরি ব্যতিরেকে তুমি অথবা তোমার সদৃশ কোন ব্যক্তি ওজস্বি বলিকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ বলি ব্রহ্ম তেজে সমেধিত হইয়াছে, কে তাহাকে জয় করিবে? লোকেরা যেমন কৃতান্তের অগ্রে থাকিতে পারে না তেমনি, কেহ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে না ॥ ২৬ ॥

অতএব এক্ষণে তোমাদের পক্ষে পরামর্শ এই, যাবৎ শত্রুর বিনাশ হয়, তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করত স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদর্শন হইয়া থাক ॥ ২৭ ॥

বিপ্রবলেই বলির উত্তরোত্তর অধিক বল হইয়াছে তাহাতেই সম্প্রতি মহা বিক্রমশালী হইয়া উঠি-

এবং সুমন্ত্রিতার্থাস্তে গুরুণার্থানুদর্শিনা। হিত্বা ত্রিপিষ্টপং জগ্মুর্গীর্বাণাঃ কামরূপিণঃ ॥
দেবেষ্বথ নিলীনেষু বলি র্বৈরোচনঃ পুরীং। দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগত্ত্রয়ং ॥ ২৯ ॥
তং বিশ্বজয়িনং শিষ্যং ভৃগবঃ শিষ্যবৎসলাঃ। শতেন হয়মেধানামনুব্রতমযাজয়ন্ ॥
তত স্তদনুভাবেন ভুবনত্রয়বিশ্রুতাং। কীর্ত্তিং দিক্ষু বিতন্বানঃ স রেজে উডুরাড়িব ॥ ৩০ ॥
বুভুজেচ শ্রিয়ং স্বৃদ্ধাং দ্বিজদেবোপলম্ভিতাং। কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামনাঃ ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে বলিবিজয়ো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সুমন্ত্রিতঃ অর্থঃ কার্য্যং যেষাং নিলয়ং জগ্মুঃ ॥ ২৯ ॥
এবং প্রাপ্তমিন্দ্রপদং স্থিরীকর্ত্তুং অযাজয়ন্। অনুব্রতং অনুবর্ত্তিনং ॥ ৩০ ॥
দ্বিজদেবৈ র্ব্রাহ্মণৈরুপলম্ভিতাং প্রাপিতাং ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইত্যষ্টমে পঞ্চদশঃ ॥ * ॥

ষোড়শে পুত্রনাশেন শোচন্ত্যা অদিতেঃ পতিঃ। প্রার্থিতঃ কশ্যপঃ প্রাহ পয়োব্রতমিতীর্য্যতে ॥ ০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

যত্তদ্দর্শিতং চ পঞ্চমস্কন্ধে। নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যো সাবিন্দ্রো যস্য সচিবোমন্ত্রায় বৃত ইত্যাদিনা। যত্র ভগবানপি দ্বারপালায়িত তয়া পরম বশোজাতঃ। কিয়দ্বা স্বর্গরাজ্যং যত্রৈবানুষঙ্গিকতয়া স্বর্গাধিক পাতাল রাজ্যং মন্বন্তরান্তরে তদৈন্দ্র্যঞ্চেতি ॥ ২৮। ২৯। ৩০। ৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভস্য পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

স যাজয়ন্ তদীয়েন্দ্রপদ স্থিরীভাবার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥
দ্বিজদেবা বিপ্রাঃ ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। অষ্টমেঽসৌ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

য়াছে, ব্রাহ্মণদের অপমান করিলে স্বয়ং সবংশে বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

হে রাজন্! কার্য্যদর্শী গুরু এই প্রকারে কর্ত্তব্য বিষয়ে সৎ পরামর্শ প্রদান করিলে কামরূপী দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া সকলেই অদর্শন হইলেন! দেবতারা বিলীন হইলে বিরোচন পুত্র বলি ইন্দ্রপুরী অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগত্রয় বশীভূত করিলেন ॥ ২৯ ॥

হে রাজন্! শিষ্য বৎসল ভৃগুগণ আপনাদের বশম্বদ শিষ্য বিশ্বজয়ি বলির ইন্দ্রপদ সুস্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দিয়া শত সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। সেই শতাশ্বমেধের প্রভাবে বলি দশদিকে কীর্ত্তি বিস্তার করত নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

এবং ব্রাহ্মণেরা যে সমৃদ্ধা সম্পত্তি প্রাপ্ত করাইয়া দিলেন, আপনাকে কৃতকৃত্যের ন্যায় বোধ করিয়া সেই সম্পত্তি ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি অষ্টমে পঞ্চদশ ॥ * ॥

ষোড়শ অধ্যায়ে পুত্রগণের অদর্শন হইলে দেবমাতা অদিতির শোক এবং তাঁহার প্রার্থনায় কশ্যপ কর্ত্তৃক পয়োব্রতোপদেশ ॥ ০ ॥